নারী সাহাবিদের ইসলামগ্রহণ

আবদুল আলিম নদবি

আবদুল্লাহ আল মুনীর
অনূদিত

ইহদা
পাবলিকেশন

শুরুর কথা

মাওলানা সাইয়েদ রাবে হাসানি নদবি রহ.
(সাবেক সভাপতি, অল ইন্ডিয়া মুসলিম পার্সোনাল ল বোর্ড;
সাবেক নাজেম, দারুল উলুম নদওয়াতুল উলামা লখনৌ)

হামদ ও সালাতের পর, এ ধরা ও মানুষের সৃষ্টিকর্তা মহান আল্লাহ রাব্বুল আলামিন দীন ইসলামকে শেষ নবি হজরত মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের ওপর পূর্ণাঙ্গ করেছেন। তিনি এ দীন ও শরিয়তের পয়গাম নিয়ে যে যুগে আগমন করেছিলেন, সেটা ছিল বিশ্বের ধর্মীয় ও চারিত্রিক দিক বিবেচনায় চরম বিশৃঙ্খলার যুগ। আল্লাহর পক্ষ থেকে নবি প্রেরণের ধারাবাহিকতা স্থগিত হবার পর নবিজির আগমনের প্রয়োজন দেখা দিয়েছিল প্রকটহারে। এ সংকটপূর্ণ সময় বিশ্বের বুকে বিদ্যমান ছিল হজরত ঈসা আলাইহিস সালামকে প্রেরণের পর থেকে নিয়ে প্রায় ৬০০ বছর। এ সময়ে কোনো নবি আসেননি ধরার বুকে। মূলত হজরত ঈসা আলাইহিস সালামের সাথে তার জাতি যে জঘন্য আচরণ করেছিলেন, এতে মহান আল্লাহ এতটা রাগান্বিত হয়েছিলেন, যার ফলে সৃষ্টিকর্তার পক্ষ থেকে এ ভুবনকে নিশ্চিহ্ন করে দেবার সিদ্ধান্ত হতে পারত। কিন্তু মহান আল্লাহ বিশ্ববাসীর প্রতি দয়া ও করুণা করে ফের নবি প্রেরণের সিদ্ধান্ত নেন এবং এ নবিকে মানব সংশোধনের চূড়ান্ত সক্ষমতা দান করেন। সেই সাথে নবিজির মাধ্যমে নবিপ্রেরণের ধারাবাহিকতা সমাপ্ত হয়। এভাবেই নবিজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম শেষ নবি হিসেবে দুনিয়ায় আগমন করেন।

আল্লাহ তাআলা শেষ নবিকে এমন জাতির মাঝে প্রেরণ করেন, যারা উৎকর্ষিত ও বিপর্যস্ত সভ্যতার প্রভাব থেকে মুক্ত থেকে শুধুমাত্র মানবিক চরিত্র ও বৈশিষ্ট্যে সীমাবদ্ধ ছিলেন। শিক্ষাক্ষেত্রে উন্নতির পূর্বমুহূর্ত ধরা যায় এটিকে, যখন মানুষের

সক্ষমতা কেবল অভ্যাসগত পরিসীমায় বদ্ধ থাকে এবং উন্নীত সভ্যতায় স্বার্থের দ্বন্দ্বে যে বিপর্যয় সৃষ্টি হয়, তা থেকে তারা মুক্ত থাকে।

এ জাতি ছিল আরবের উম্মি তথা অশিক্ষিত জাতি। যারা নিয়মতান্ত্রিকভাবে শিক্ষার দেখা পায়নি। তাদের সামনে যখন আল্লাহর সত্য নবি হকের দাওয়াত ও তার সত্যতা তুলে ধরলেন, তখন যারা এ আহ্বানকে যতদিন বুঝতে পারেনি, তারা ততদিন এ ডাকে সাড়া দেয়নি। যারা যখনই বুঝতে পেরেছে, তখনই এর অনুগত হিসেবে নিজেকে পেশ করেছে এবং এর প্রচারক হিসেবে মানুষের মাঝে আবির্ভূত হয়েছে। সুতরাং শেষ নবি মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যে প্রচেষ্টা শুরু করেছিলেন, শুরুর দিকে তাকে কঠোর বিরুদ্ধাচরণ হজম করতে হয়েছে। কিন্তু ধীরে ধীরে নবিজির কর্মপন্থা ও চারিত্রিক গুণাবলি এবং আল্লাহ তাআলার কালাম এতটা প্রভাব বিস্তার করে, মাত্র ২৩ বছরের সংক্ষিপ্ত সময়ে শুধু মুসলমানদের একটি দল গঠনই হয়নি; বরং সচেতন প্রাজ্ঞ দাঈ ও আদর্শ ব্যক্তিত্বে পূর্ণ একটি সমাজ গড়ে উঠেছে। তাদের মধ্যে যারা নবিজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সংস্পর্শ ও সাক্ষাতে ধন্য হয়েছেন, তারা ইস্পাতকঠিন মুসলমান সাব্যস্ত হয়েছেন। তারা পরবর্তী প্রজন্ম এবং দুনিয়ার আনাচকানাচে ইসলামি আখলাক ও আমালের পয়গাম পৌঁছে দিয়েছেন। তাদের মাধ্যমে এ দীন আন্তর্জাতিক ও সর্বকালীন ধর্মে পরিণত হয়। নবিজির সংস্পর্শধন্য এই মহান সাহাবায়ে কেরাম সমগ্র মানবজাতির মাঝে নবিদের পর সবচেয়ে উত্তম আদর্শ দল হিসেবে সাব্যস্ত হন; যাদের জীবন ও চরিত্র দেখে ইসলামের প্রতি মহব্বত ও বিশ্বাস সুদৃঢ় হয়ে যায়।

তাদের জীবন ও ইসলাম গ্রহণের ঘটনাবলি মানুষের সামনে উপস্থাপন সময়ের চাহিদা ছিল, যাতে এর মাধ্যমে ইসলামের সৌন্দর্য ও চরিত্রাবলির ওই দৃষ্টান্ত সামনে উন্মোচিত হয়, যা ইসলাম সত্যধর্ম হবার ব্যাপারে চূড়ান্ত বিশ্বাস জাগ্রত করবে। আরবিভাষায় এর বৃহৎ রচনাভান্ডার বিদ্যমান। উর্দুতে শাইখুল হাদিস মাওলানা জাকারিয়া কান্ধলবি রহ.-এর 'হেকায়াতে সাহাবা', মাওলানা আবদুস সালাম নদবি রহ.-এর উসওয়ায়ে সাহাবা এবং মাওলানা ইউসুফ কান্ধলবি রহ.-এর 'হায়াতুস সাহাবা' বেশ ফলপ্রসূ কাজ। মাওলানা আবদুল্লাহ হাসানি মরহুমের নির্দেশনায় মৌলবি আবদুল আলিম নদবি রায়বেরেলবি এ বিষয়ে কাজ করেছেন। এটি প্রকাশ হতে যাচ্ছে। আশা করছি, এ গ্রন্থের মাধ্যমে পাঠকের সামনে দীন

ইসলামের আখলাক ও সিফাতের উত্তম উপমা উন্মুক্ত হবে এবং সাহাবায়ে কেরামের সুউচ্চ অবস্থানও সুস্পষ্ট হবে যে—তারা শেষ নবির পর আমাদের জন্য সর্বোত্তম আদর্শ। তারা ওই বাস্তবিক উপমা হিসেবেও আমাদের সামনে আবির্ভূত হবেন, যা পড়ে ও অনুভব করে মানুষ ওই মহোত্তম গুণাবলি সম্পর্কে অবগত হতে পারবে—যা মহান আল্লাহর নিকট প্রিয়, যা পরকালীন সাফল্যের পথ ও পন্থা। আল্লাহ তাআলা এ গ্রন্থের মাধ্যমে ব্যাপক উপকার সাধন করুন।

মুহাম্মাদ রাবে হাসানি নদবি
দায়েরায়ে শাহ আলামুল্লাহ, তাকিয়া, রায়বেরেলি
রমজানুল মুবারক, ১৪৩৬ হিজরি

অভিমত

মাওলানা সাইয়েদ বিলাল আবদুল হাই হাসানি নদবি হাফিজাহুল্লাহ
(জেনারেল সেক্রেটারি, পয়ামে ইনসানিয়াত)

ইসলামই একমাত্র সত্য ধর্ম। আল্লাহ তাআলা কেয়ামত পর্যন্ত এ ধর্মকে পছন্দ করে নিয়েছেন। ঘোষণা দিয়েছেন :

إِنَّ الدِّينَ عِندَ اللَّهِ الْإِسْلَامُ

'নিশ্চয় আল্লাহর নিকট একমাত্র দীন হলো ইসলাম।'[১]

আরও ইরশাদ করেছেন :

وَ مَنْ يَّبْتَغِ غَيْرَ الْاِسْلَامِ دِيْنًا فَلَنْ يُّقْبَلَ مِنْهُ ۚ وَ هُوَ فِى الْاٰخِرَةِ مِنَ الْخٰسِرِيْنَ

'যে ব্যক্তি ইসলাম ছাড়া অন্য কোনো দীন অবলম্বন করতে চাইবে, তার থেকে সে দীন কবুল করা হবে না; পরকালে সে হবে মহা ক্ষতিগ্রস্তদের অন্তর্ভুক্ত।'[২]

প্রত্যেক নবি নিজ নিজ যুগে পথচ্যুত উম্মতকে ইসলামের সঠিক পথের দিশা দেখিয়েছেন এবং নিজেদের গোটা জীবনকে ইসলাম প্রচারে ব্যয় করেছেন। আল্লাহ তাআলা শেষ নবি মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে গোটা মানবজাতির জন্য প্রেরণ করেছেন। একদিকে তার দাওয়াতের পরিসীমা হচ্ছে গোটা বিশ্ব, অন্যদিকে তার দাওয়াতি কার্যক্রমের সময়কাল হচ্ছে কেয়ামত পর্যন্ত। নবিজি ইসলামের দাওয়াত নিয়ে বেরোলেন, মক্কার মরু-পাহাড়ে সে পবিত্র

১. সুরা আলে ইমরান : ১৯
২. সুরা আলে ইমরান : ৮৫

আহ্বান প্রতিধ্বনিত হলো। ধীরে ধীরে মানুষ এ ডাকে সাড়া দিতে শুরু করলেন। এরপর একটি সময় এল, যখন মানুষ দলে দলে ইসলামের দিকে ছুটে আসতে শুরু করল।

ইসলাম গ্রহণকারী এই মহান ব্যক্তিদের ইতিহাস পড়লে অনুধাবন করা যায়, দুটি বস্তু তাদেরকে ইসলামের দিকে টেনে আনার পেছনে অধিক কার্যকরী ছিল—একটি হচ্ছে নবিজির সত্তা, অপরটি কালামুল্লাহ।

তাদের ইসলাম গ্রহণের বিস্তারিত ঘটনাবলি হাদিস, সিরাত ও ইতিহাসের গ্রন্থাবলিতে বিক্ষিপ্তাকারে বিদ্যমান। এ ঘটনাগুলো খুবই হৃদয়গ্রাহী ও প্রভাব বিস্তারকারী। আশ্চর্যের কথা হলো, নিকট অতীতে ইসলাম গ্রহণকারীদের ঘটনা নিয়ে বহু গ্রন্থ রচিত হলেও সাহাবায়ে কেরামের ইসলাম গ্রহণের গল্প নিয়ে অন্তত উর্দুভাষায় কোনো গ্রন্থ খুব একটা খুঁজে পাওয়া যায় না।

আনন্দের বিষয় হচ্ছে, কাজটি আমার প্রিয়ভাজন মৌলবি আবদুল আলিম নদবি সাহেব অত্যন্ত শ্রম দিয়ে শেষ করেছেন। প্রিয় ভাই মাওলানা সাইয়েদ আবদুল্লাহ হাসানি নদবি রহ.-এর সাথে তার আত্মার সম্পর্ক ছিল। এ কাজ তিনি তার অনুপ্রেরণাতেই করেছেন। এর হিন্দি অনুবাদও তিনি করিয়েছিলেন, যা শীঘ্রই প্রকাশিত হতে যাচ্ছে ইনশাআল্লাহ। উর্দুভাষায় এমন একটি গ্রন্থের প্রয়োজন ছিল, যাতে দাওয়াতি কাজে নিমগ্ন ব্যক্তিরা এ থেকে ফায়দা গ্রহণ করতে পারেন।

আমি লেখককে মোবারকবাদ জানাচ্ছি, দুআ করছি—আল্লাহ তাআলা এ গ্রন্থকে কবুল করুন। দাওয়াতের ময়দানে এটি যেন পথপ্রদর্শক হয়ে ওঠে এবং লেখকের জন্য নাজাতের ওসিলা হয়।

বিলাল আবদুল হাই হাসানি নদবি
মারকাজুল ইমাম আবুল হাসান নদবি, দারে আরাফাত
১৫ শাওয়াল, ১৪৩৬ হিজরি

সূচিপত্র

নারী সাহাবিদের ইসলামগ্রহণ ১৭
ইসলামের ঘোষণা ১৭
ইসলাম প্রচার ১৮
নওমুসলিমদের আশ্রয়দান ১৯
ইসলামের জন্য ত্যাগ-তিতিক্ষা ১৯
ইসলামের জন্য সম্পর্কচ্ছেদ ২০
তাওহিদের প্রতি বিশ্বাস ২১
শিরক থেকে দূরত্ব ২১
উম্মুল মুমিনিন খাদিজা রা.-এর ইসলামগ্রহণ ২৩
উম্মুল মুমিনিন সাওদা রা.-এর ইসলামগ্রহণ ২৫
উম্মুল মুমিনিন উম্মে সালামা রা.-এর ইসলামগ্রহণ ২৬
উম্মুল মুমিনিন উম্মে হাবিবা রা.-এর ইসলামগ্রহণ ২৭
হজরত সাফিয়্যা রা.-এর ইসলামগ্রহণ ২৯
হজরত উম্মে আইমান রা.-এর ইসলামগ্রহণ ৩০
হজরত ফাতেমা বিনতে আসাদ রা.-এর ইসলামগ্রহণ ৩১
হজরত উম্মুল ফজল রা.-এর ইসলামগ্রহণ ৩২
হজরত উম্মে রুমান রা.-এর ইসলামগ্রহণ ৩৩
হজরত সুমাইয়া রা.-এর ইসলামগ্রহণ ৩৪
হজরত উম্মে সুলাইম রা.-এর ইসলামগ্রহণ ৩৫
হজরত উম্মে আম্মারা রা.-এর ইসলামগ্রহণ ৩৭
হজরত উম্মে আতিয়্যা রা.-এর ইসলামগ্রহণ ৩৮

হজরত রুবায়্যি বিনতে মুআওয়িজ রা.-এর ইসলামগ্রহণ ৩৯
হজরত উম্মে হানি রা.-এর ইসলামগ্রহণ ৪০
হজরত ফাতেমা বিনতে খাত্তাব রা.-এর ইসলামগ্রহণ ৪১
হজরত আসমা বিনতে উমাইস রা.-এর ইসলামগ্রহণ ৪২
হজরত আসমা বিনতে আবু বকর রা.-এর ইসলামগ্রহণ ৪৪
হজরত আসমা বিনতে ইয়াজিদ রা.-এর ইসলামগ্রহণ ৪৬
হজরত উম্মে হাকিম বিনতে হারেস রা.-এর ইসলামগ্রহণ ৪৭
হজরত খানসা রা.-এর ইসলামগ্রহণ ৪৮
হজরত হিন্দা রা.-এর ইসলামগ্রহণ ৫০
হজরত উম্মে কুলসুম বিনতে উকবা রা.-এর ইসলামগ্রহণ ৫২
হজরত উমাইমা রা.-এর ইসলামগ্রহণ ৫৪
হজরত উম্মে শারিক রা.-এর ইসলামগ্রহণ ৫৫
হজরত সাবা রা.-এর ইসলামগ্রহণ ৫৬
হজরত শিফা বিনতে আউফ রা.-এর ইসলামগ্রহণ ৫৬
হজরত শিফা বিনতে আবদুল্লাহ রা.-এর ইসলামগ্রহণ ৫৭
হজরত রামলা বিনতে আবি আউফ রা.-এর ইসলামগ্রহণ ৫৭
হজরত জুনাইরা রা.-এর ইসলামগ্রহণ ৫৮
হজরত লুবাইনা রা.-এর ইসলামগ্রহণ ৫৯
হজরত উম্মে উবাইস রা.-এর ইসলামগ্রহণ ৫৯
হজরত হামামাহ রা.-এর ইসলামগ্রহণ ৬০
হজরত নাহদিয়া রা.-এর ইসলামগ্রহণ ৬০
হজরত উম্মে মাবাদ খুজাঈয়্যাহ রা.-এর ইসলামগ্রহণ ৬০
হজরত লাইলা রা.-এর ইসলামগ্রহণ ৬২
হজরত ফাতেমা বিনতে সাফওয়ান রা.-এর ইসলামগ্রহণ ৬৩
হজরত ফাতেমা আমেরিয়া রা.-এর ইসলামগ্রহণ ৬৩
হজরত উমরা বিনতে সাদি রা.-এর ইসলামগ্রহণ ৬৪
হজরত যাইনাব বিনতে মাজউন রা.-এর ইসলামগ্রহণ ৬৪
হজরত রাইতা বিনতে হারেস রা.-এর ইসলামগ্রহণ ৬৫
হজরত হাসানা রা.-এর ইসলামগ্রহণ ৬৬
হজরত আমিনা বিনতে খালাফ খুজাঈয়্যাহ রা.-এর ইসলামগ্রহণ ৬৭

হজরত সাহলা বিনতে সুহাইল রা.-এর ইসলামগ্রহণ ৬৭
হজরত উম্মে কুলসুম বিনতে সুহাইল রা.-এর ইসলামগ্রহণ ৬৮
হজরত উম্মে কায়েস রা.-এর ইসলামগ্রহণ ৬৯
হজরত উম্মে আইয়ুব রা.-এর ইসলামগ্রহণ ৬৯
হজরত উম্মে ফারওয়া রা.-এর ইসলামগ্রহণ ৭১
হজরত তুমাদির বিনতে আসবাগ রা.-এর ইসলামগ্রহণ ৭১
হজরত আতিকা বিনতে জায়েদ রা.-এর ইসলামগ্রহণ ৭২
হজরত ফাতেমা বিনতে ওয়ালিদ রা.-এর ইসলামগ্রহণ ৭৩
হজরত সাহলা বিনতে আসেম রা.-এর ইসলামগ্রহণ ৭৩
হজরত উম্মে আউস আনসারিয়া রা.-এর ইসলামগ্রহণ ৭৪
হজরত উম্মুল খাইর রা.-এর ইসলামগ্রহণ ৭৫
হজরত উম্মে হারমালা রা.-এর ইসলামগ্রহণ ৭৬
হজরত বারাকা বিনতে ইয়াসার রা.-এর ইসলামগ্রহণ ৭৬
ফুকাইহা বিনতে ইয়াসার রা.-এর ইসলামগ্রহণ ৭৭
হজরত আসমা বিনতে সালামাহ রা.-এর ইসলামগ্রহণ ৭৭
হজরত উম্মে ইয়াকাজা বিনতে আলকামা রা.-এর ইসলামগ্রহণ ৭৮
হজরত আরওয়া বিনতে আবদুল মুত্তালিব রা.-এর ইসলামগ্রহণ ৭৮
হজরত সাফিয়্যা বিনতে রবিআ রা.-এর ইসলামগ্রহণ ৮০
হজরত হালিমা রা.-এর ইসলামগ্রহণ ৮০
হজরত শাইমা বিনতে হারেস রা.-এর ইসলামগ্রহণ ৮২
হজরত দুররাহ রা.-এর ইসলামগ্রহণ ৮৩
হজরত উমাইমা বিনতে গানাম রা.-এর ইসলামগ্রহণ ৮৪
হজরত আতিকা বিনতে আউফ রা.-এর ইসলামগ্রহণ ৮৪
হজরত হামনা বিনতে জাহাশ রা.-এর ইসলামগ্রহণ ৮৫
হজরত আরওয়া বিনতে কুরাইজ রা.-এর ইসলামগ্রহণ ৮৬
হজরত সুদা বিনতে কুরাইজ রা.-এর ইসলামগ্রহণ ৮৭
হজরত হালা বিনতে খুওয়াইলিদ রা.-এর ইসলামগ্রহণ ৮৭
হজরত উম্মে হারাম বিন মিলহান রা.-এর ইসলামগ্রহণ ৮৮
হজরত খাওলা বিনতে কায়েস রা.-এর ইসলামগ্রহণ ৮৯
হজরত রুবায়্যি বিনতে নজর রা.-এর ইসলামগ্রহণ ৯০

হজরত বারিরা রা.-এর ইসলামগ্রহণ ৯২
হজরত উম্মে ইসহাক রা.-এর ইসলামগ্রহণ ৯৪
হজরত হাওয়া রা.-এর ইসলামগ্রহণ ৯৫
হজরত হিন্দ বিনতে আমর বিন হারাম রা.-এর ইসলামগ্রহণ ৯৬
হজরত কাবশা বিনতে রাফে রা.-এর ইসলামগ্রহণ ৯৭
হজরত খালিদা বিনতে হারেস রা.-এর ইসলামগ্রহণ ৯৮
হজরত গুজিয়্যা রা.-এর ইসলামগ্রহণ ৯৯
হজরত সারা রা.-এর ইসলামগ্রহণ ১০০
হজরত সাফফানা বিনতে হাতেম তাঈ রা.-এর ইসলামগ্রহণ ১০১
হজরত মুআজা বিনতে আবদুল্লাহ রা.-এর ইসলামগ্রহণ ১০২
জনৈক সাহাবিয়ার ইসলামগ্রহণ ১০৩
ইসলামের বিস্তৃতি ১০৫
ইয়ামানে ইসলাম ১০৮
নাজরানে ইসলাম ১০৯
বাহরাইনে ইসলাম ১০৯
উমানে ইসলাম ১১০
সিরিয়ায় ইসলাম ১১০
দাউস প্রতিনিধি ১১১
সুদা প্রতিনিধি ১১২
সাকিফ প্রতিনিধি ১১৩
আবদুল কায়েস প্রতিনিধি ১১৭
বনি হানিফা প্রতিনিধি ১১৮
তাঈ প্রতিনিধি ১২০
আশআরি প্রতিনিধি ১২০
আজদ প্রতিনিধি ১২১
হামদান প্রতিনিধি ১২৩
তুজিব প্রতিনিধি ১২৫
বনি সাদ হুজাইম প্রতিনিধি ১২৬
বনি আসাদ প্রতিনিধি ১২৮
বাহরা প্রতিনিধি ১২৯

হাওলান প্রতিনিধি ১৩০
মুহারিব প্রতিনিধি ১৩২
বনু আবস প্রতিনিধি ১৩৩
গামেদ প্রতিনিধি ১৩৩
বনি ফাজারা প্রতিনিধি ১৩৫
সালামান প্রতিনিধি ১৩৫
নাজরান প্রতিনিধি ১৩৭
নাখঈ প্রতিনিধি ১৩৯
শেষকথা ১৪১
গ্রন্থপঞ্জি ১৪৩

নারী সাহাবিদের ইসলামগ্রহণ

সাহাবায়ে কেরামের সঙ্গে সাহাবিয়ায়ে কেরামও ইসলাম গ্রহণের মর্যাদায় শরিক ছিলেন। শুধু শরিক নয়, কিছু ক্ষেত্রে তো তারা ছিলেন সাহাবিদের চেয়েও অগ্রগামী। যেমন, হজরত খাদিজা রা. কোনো দ্বিধাদ্বন্দ্ব ছাড়াই সর্বপ্রথম ইসলাম গ্রহণ করে মহান আল্লাহর দরবারে মাথা নত করেন। হজরত রাফে রা. থেকে বর্ণিত, নবিজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেন, 'আমি সোমবারে নবুওয়াতপ্রাপ্ত হয়েছি। খাদিজা সেদিনই দিনের শেষাংশে নামাজ পড়েছে, আলি পরের দিন মঙ্গলবারে নামাজ পড়েছে, এরপর জায়েদ বিন হারেসা ও আবু বকর নামাজে শরিক হয়েছে।'

এতে প্রমাণিত হয়, যেদিন নবুওয়াতের সূর্য প্রথমবারের মতো দেদীপ্যমান হয়েছে মক্কার আকাশে, সেদিন এক পবিত্রাত্মা নারী দ্বিধাহীন চিত্তে এর আলো বক্ষে ধারণ করেছেন।

ইসলামের ঘোষণা

ইসলামের সূচনালগ্নে ইসলাম গ্রহণ করার চেয়ে ইসলামের ঘোষণা দেওয়া অধিক সাহসের কাজ ছিল। কাফেরদের নানামাত্রিক জুলুম-নির্যাতনের আশঙ্কা নিয়েও অসীম সাহসিকতার সাথে সাহাবায়ে কেরাম ইসলামের ঘোষণা দিয়েছিলেন। শুরুর দিকে যে সাতজন সাহসী ব্যক্তি নিজেদের ইসলাম গ্রহণের কথা জনসম্মুখে ঘোষণা করে জানিয়েছিলেন, তাদের মধ্যে আছেন ছয়জন পুরুষ—নবিজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম, হজরত আবু বকর রা., বেলাল রা., খাব্বাব

রা., সুহাইব রা., আম্মার রা.; আর সপ্তমজন হলেন এক হতদরিদ্র নারী, হজরত আম্মারের মা সুমাইয়া রা.।

ইসলাম প্রচার

সাহাবিয়াগণ কেবল সহজে ইসলাম গ্রহণ করেই ক্ষান্ত হননি, তারা ইসলাম প্রচারেও আত্মনিয়োগ করেছেন সরল মনে। যেমন হজরত ফাতেমা বিনতে খাত্তাব রা.-এর দাওয়াতে উমর রা. ইসলাম গ্রহণ করেছিলেন। হজরত উম্মে শারিক রা. ইসলামের সূচনালগ্নে খুব গোপনে কুরাইশ নারীদের মাঝে ইসলামের দাওয়াত দিতেন। কুরাইশরা তার ব্যাপারে অবগত হলে তাকে মক্কা থেকে বের করে দেয়।

উম্মে হাকিম রা.-এর স্বামী ছিলেন ইকরিমা বিন আবু জাহেল। মক্কাবিজয়ের দিন উম্মে হাকিম ইসলাম গ্রহণ করলেও তার স্বামী ইয়ামানের পথে পালিয়ে যান। উম্মে হাকিম নিজে স্বামীকে খুঁজে তাকে ইসলামের দাওয়াত দেন। ফলে তিনি মুসলমান হয়ে নবিজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের খেদমতে হাজির হন। নবিজি তাকে দেখে অত্যধিক আনন্দিত হয়েছিলেন।

হজরত আবু তালহা কাফের অবস্থায় বিয়ে করতে চান উম্মে সুলাইম রা.-কে। কিন্তু তিনি বলেন, 'তুমি কাফের আর আমি মুসলমান, কীভাবে আমাদের বিয়ে হতে পারে? যদি তুমি ইসলাম গ্রহণ করো, তাহলে সেটাই হবে আমার মোহর। আমি এ ছাড়া তোমার নিকট কিছু চাইব না।' সুতরাং আবু তালহা ইসলাম গ্রহণ করেন এবং এটাই তার বিয়ের মোহর সাব্যস্ত হয়।

সাহাবায়ে কেরাম একবার সফররত অবস্থায় জনৈকা নারীকে ধরে নিয়ে আসে নবিজির দরবারে। ওই নারীর নিকট পানির পাত্র ছিল, আর সাহাবায়ে কেরাম ছিলেন বড্ড পিপাসার্ত। নবিজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তার পানি নিয়ে তাকে মূল্য পরিশোধ করে দেন। এ মহানুভবতা দেখে তার মনে নবিজির নবুওয়াতের ব্যাপারে বিশ্বাস পোক্ত হয়। তিনি ইসলাম গ্রহণ করেন এবং তার মাধ্যমে তার গোটা গোত্র ইসলাম গ্রহণ করে নেয়।

নওমুসলিমদের আশ্রয়দান

সূচনালগ্নে যারা ইসলাম গ্রহণ করেছিলেন, বাধ্য হয়েই তাদেরকে ঘরবাড়ি, পরিবার-পরিজন ও সহায়-সম্পত্তি ত্যাগ করতে হয়েছিল। ফলে তখন ইসলাম প্রচারের পাশাপাশি নওমুসলিমদের আশ্রয় দেওয়া ছিল একটি মহৎ খেদমত। সাহাবিয়াগণ এ খেদমতে উল্লেখযোগ্য অবদান রেখেছিলেন। হজরত উম্মে শারিক রা.-এর ঘর নওমুসলিমদের জন্য মেহমানখানায় পরিণত হয়েছিল। এমনকি নবিজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হজরত ফাতেমা বিনতে কায়েসকে তার ঘরে এজন্য ইদ্দত পালন করতে নিষেধ করেছিলেন যে, সেখানে অধিক মেহমান যাতায়াতের ফলে পর্দায় বিঘ্ন ঘটার আশঙ্কা ছিল।

হজরত দুররা বিনতে লাহাব রা. ছিলেন অত্যন্ত দানশীল। তিনি মুসলমানদের সর্বদা খাবার খাওয়াতেন।

ইসলামের জন্য ত্যাগ-তিতিক্ষা

সাহাবায়ে কেরামের মতো নারী সাহাবিগণও ইসলামের জন্য সব ধরনের কষ্ট-জুলুম বরদাশত করেছেন। এতে তাদের মাঝে ন্যূনতম বিচ্যুতিও তৈরি হয়নি।

ইসলাম গ্রহণের পর হজরত সুমাইয়া রা.-কে নানাভাবে নির্যাতন করা হয়। সবচেয়ে কঠিন নির্যাতন ছিল মধ্যদুপুরের উত্তপ্ত বালুতে লোহার পোশাক পরিয়ে শুইয়ে রাখা। কিন্তু এরপরও তিনি ছিলেন ইসলামে অটল অবিচল। একদিন কাফেররা নিত্যদিনের মতো তাকে লোহার পোশাক পরিয়ে বালিতে শুইয়ে রেখেছিল, এমতাবস্থায় ওদিক দিয়ে যাচ্ছিলেন নবিজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম। তিনি এ মর্মান্তিক দৃশ্য দেখে বললেন, 'সবর করো, তোমার ঠিকানা জান্নাত।' কিন্তু কাফেররা এ নির্যাতনে সন্তুষ্ট হতে পারেনি। নরাধম আবু জাহেল তাকে বর্শার আঘাতে শহিদ করে দেয়। সুতরাং তিনি ইসলামের সর্বপ্রথম শহিদ হবার সৌভাগ্য অর্জন করেন। নারী সাহাবিদের গৌরবময় অর্জনের মধ্যে সবচেয়ে বড় দুটি অর্জন হলো—সর্বপ্রথম ইসলাম গ্রহণ করেছেন একজন নারী, আর সর্বপ্রথম ইসলামের জন্য জীবনও দিয়েছেন একজন নারী।

উমর রা.-এর বোন ইসলাম গ্রহণ করার পর তিনি এ সংবাদ জানতে পেরে বোনকে এতটা প্রহার করেন, তার দেহ রক্তে রঞ্জিত হয়ে যায়। কিন্তু বোন

ফাতেমা তখনো জবাব দেন, 'যা ইচ্ছে হয় করো, আমি তো ইসলাম গ্রহণ করে নিয়েছি।'

উমর রা.-এর দাসী ছিলেন লুবাইনা। ইসলাম গ্রহণের অপরাধে উমর রা. তাকে মারতে মারতে ক্লান্ত হয়ে যেতেন। এরপর বলতেন, 'আমি তোকে দয়া করে ছেড়ে দিইনি। এজন্য ছেড়ে দিয়েছি যে আমি ক্লান্ত হয়ে পড়েছি।' লুবাইনা ধৈর্যের সাথে জবাব দিতেন, 'যদি তুমি ইসলাম গ্রহণ না করো, তাহলে আল্লাহ এর প্রতিশোধ নেবেন।'

জুনাইরা রা. ছিলেন উমর রা.-এর খান্দানের দাসী। ইসলাম গ্রহণের অপরাধে উমর রা. তাকে ইচ্ছেমতো কষ্ট দিতেন। আবু জাহেল তাকে এত পরিমাণ মেরেছিল, যার ফলে তার দৃষ্টিশক্তি নষ্ট হয়ে গিয়েছিল।

হজরত নাহদিয়া ও উম্মে উবাইস রা.—উভয়েই ছিলেন দাসী। তারা ইসলাম গ্রহণের কারণে কঠিন মুসিবতের সম্মুখীন হয়েছিলেন।

ইসলামের জন্য সম্পর্কচ্ছেদ

সাহাবায়ে কেরাম ইসলাম গ্রহণের পর সকল আত্মীয়তার সম্পর্ক থেকে তারা বিচ্ছিন্ন হয়ে যান। কিন্তু এতে তাদের ঈমানি শক্তি মোটেও হ্রাস পায়নি। সাহাবিয়াদের অবস্থা ছিল এ ক্ষেত্রে আরও করুণ। মানুষ সাধারণত অনেকাংশে আত্মীয়স্বজনদের সাহায্য-সহায়তার মুখাপেক্ষী হয়ে থাকে। বিশেষত নারীরা জীবনযাপনের ক্ষেত্রে পুরোদস্তর স্বামীর ওপর নির্ভরশীল হয়ে থাকে। কোনো অবস্থাতেই স্বামীর প্রতি অমুখাপেক্ষিতা সম্ভব হয়ে উঠে না। পিতা পুত্র থেকে এবং পুত্র পিতা থেকে সম্পর্ক ছিন্ন করেও বেঁচে থাকতে পারে; কিন্তু একজন নারীর পক্ষে স্বামী থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে বেঁচে থাকা অসহায়ত্বের চূড়ান্ত পর্যায়। কিন্তু এতৎসত্ত্বেও ইসলামের জন্য নারী সাহাবিগণ এ ঝুঁকিপূর্ণ বিচ্ছেদকে মেনে নিয়েছেন এবং নিজেদের কাফের স্বামী থেকে সবসময়ের জন্য পৃথক হয়ে গেছেন। হুদাইবিয়ার সন্ধির সময় যখন আল্লাহ তাআলা বিধান অবতীর্ণ করলেন, 'তোমরা কাফের নারীদের সাথে সম্পর্ক রেখো না', তখন বহু সাহাবি তাদের কাফের স্ত্রীদের তালাক দিয়ে দেন। সেই সাথে বহু নারী সাহাবিও তাদের কাফের স্বামীকে ছেড়ে দিয়ে হিজরত করেন। তাদের মধ্য থেকে একজনও পরবর্তীকালে পূর্বের

স্বামীর নিকট ফিরে যাননি। হজরত আয়েশা রা. এ ব্যাপারে বলেন, 'আমরা এমন কোনো মুহাজিরা নারীর সংবাদ পাইনি, যে ঈমান আনয়নের পর ধর্মত্যাগী হয়েছে।'

তাওহিদের প্রতি বিশ্বাস

কাফেররা সাহাবিয়াদের নানাভাবে নিপীড়ন করলেও তাদের জবান থেকে তাওহিদের বাণী ছাড়া কখনো শিরক উচ্চারিত হয়নি। হজরত উম্মে শারিক রা. ইসলাম গ্রহণ করলে তার স্বজনরা তাকে প্রখর রোদে দাঁড় করিয়ে রাখে। যখন তিনি রোদের তাপে পুড়তেন, তখন তাকে খেতে দেওয়া হতো রুটি ও মধুর মতো গরম খাবার। প্রচণ্ড পিপাসাতেও পানি দেওয়া হতো না। এ জুলুম সহ্য করে তিন দিন অতিক্রম হয়। তখন জালেম কাফেররা বলে, 'যে ধর্মের ওপর তুমি বিশ্বাস স্থাপন করেছ, তা ছেড়ে দাও।' উম্মে শারিকের এতটা দূরবস্থা ছিল যে, তিনি তাদের কথা বুঝতেই পারেননি। এরপর যখন তারা আকাশের দিকে আঙুল উঠিয়ে ইশারা করে, তখন তিনি বুঝতে পারেন তারা তাকে তাওহিদে ইলাহি ত্যাগ করতে বলছে। তিনি বলেন, 'খোদার কসম, আমি এখনো তাওহিদের ওপর অটল আছি।'

শিরক থেকে দূরত্ব

নারীরা সাধারণত প্রাচীন রসম-রেওয়াজ ও প্রচলিত ভ্রান্ত বিশ্বাসের প্রতি অধিক গুরুত্বারোপ করে থাকে। আরবে দীর্ঘকাল ধরে শিরকি কর্মকাণ্ড প্রচলিত হয়ে আসছিল, কিন্তু নারী সাহাবিগণ ইসলাম গ্রহণের পরপরই তা থেকে দূরে সরে এসেছে। আরবরা ভাবত, যারা মূর্তির মন্দাচার বর্ণনা করবে, তারা বিভিন্ন রোগ-ব্যাধিতে আক্রান্ত হয়ে পড়বে। এজন্য হজরত জুনাইরা রা. ইসলাম গ্রহণের পর অন্ধ হয়ে গেলে কাফেররা বলতে শুরু করে, 'জুনাইরাকে লাত-উজ্জা অন্ধ বানিয়ে দিয়েছে।' কিন্তু তিনি স্পষ্ট ভাষায় বলেন, 'লাত-উজ্জা তার পূজকদের ব্যাপারে কিছুই জানে না। এ অসুখ তো আল্লাহর পক্ষ থেকে প্রদত্ত।'

আরবে শিরকের মূল কেন্দ্রবস্তু ছিল মূর্তি, যা প্রতিটি ঘরে ঘরে স্থাপিত ছিল। সাহাবিয়াগণ ইসলাম গ্রহণের পর মূর্তির সাথে বিচ্ছেদ ঘোষণা করেছেন। যেমন,

হজরত হিন্দা বিনতে উতবা রা. ইসলাম গ্রহণের পর তার ঘরে থাকা মূর্তিটি ভেঙে বিচূর্ণ করে বলেন, 'আমরা তোর ব্যাপারে বড্ড ধোঁকায় নিপতিত ছিলাম।'

হজরত আবু তালহা যখন উম্মে সুলাইম রা.-কে বিয়ের প্রস্তাব দেন, তখন তিনি বলেন, 'আবু তালহা, তুমি কি জানো না, তুমি যার পূজা করো, তা হলো একটি গাছের কাণ্ড এবং অমুক হাবশি তা দিয়ে মূর্তি বানিয়েছে?' আবু তালহা বলেন, 'হ্যাঁ আমি জানি।' উম্মে সুলাইম বলেন, 'এরপরও তার ইবাদত করতে তোমার লজ্জা হয় না?' এরপর যতক্ষণ পর্যন্ত আবু তালহা তাওবা করে কালিমায়ে তাওহিদ পড়েননি, উম্মে সুলাইম ততক্ষণ পর্যন্ত তাকে বিয়ে করতে সম্মত হননি।

উম্মুল মুমিনিন খাদিজা রা.-এর ইসলামগ্রহণ

খাদিজা রা. যখন নবিজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সাথে বিবাহবন্ধনে আবদ্ধ হন. তখন তার বয়স ছিল চল্লিশ বছর, আর নবিজি ছিলেন পঁচিশ বছরের যুবক। এটি নবুওয়াতপ্রাপ্তির ১৫ বছর পূর্বের ঘটনা। ১৫ বছর পর যখন নবিজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম নবুওয়াতপ্রাপ্ত হলেন, তখন তিনি নবুওয়াতের দায়িত্ব পালনার্থে সর্বপ্রথম খাদিজা রা.-কে দীনের পয়গাম শোনান। তিনি এ পয়গাম শোনার পূর্বেও ছিলেন বিশ্বাসী নারী। কারণ তিনিই তো নবিজির সততা সম্পর্কে সবচেয়ে ভালো অবগত ছিলেন।

প্রথমবার ওহি অবতীর্ণ হবার পর নবিজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম প্রচণ্ড ভীতসন্ত্রস্ত অবস্থায় ঘরে প্রবেশ করেন। কম্পিত দেহে বারবার খাদিজা রা.-কে তিনি বলছিলেন, 'আমাকে চাদরাবৃত করো। আমাকে চাদরে জড়িয়ে দাও।' চাদর দিয়ে দেহ ঢেকে দেবার পর নবিজি কিছুটা স্থির হন। এরপর খাদিজা রা.-কে বলেন, 'আমি আমাকে নিয়ে ভয় পাচ্ছি।' খাদিজা রা. সান্ত্বনা দেন, 'আপনি ঘাবড়াবেন না। আল্লাহ আপনার সঙ্গ ত্যাগ করবেন না। কেননা আপনি আত্মীয়তার সম্পর্ক রক্ষাকারী, অভাবী ও দরিদ্রদের বন্ধু এবং অতিথিপরায়ণ।'

তখন পাঁচ ওয়াক্ত নামাজ ফরজ হয়নি। নবিজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম নফল নামাজ আদায় করতেন। খাদিজা রা.-ও তার সঙ্গে নফলে শরিক হতেন। ইবনে সাদ বলেন, 'নবিজি ও খাদিজা রা. দীর্ঘ একটি সময় পর্যন্ত লোকচক্ষুর আড়ালে নামাজ আদায় করেছেন।'

হজরত খাদিজা রা. শুধু নবুওয়াতের সত্যায়ন করেই ক্ষান্ত হননি, তিনি ছিলেন ইসলামের সূচনালগ্নে নবিজির সবচেয়ে বড় সাহায্যকারী। নবিজিকে যে কয়েকটি বছর মক্কার কাফেররা কষ্ট দিতে গিয়ে সামান্য ভাবত, তাতে অনেকাংশেই ছিল

খাদিজা রা.-এর প্রভাব। ইসলাম প্রচারের ক্ষেত্রে নবিজিকে যখন কাফেররা জুলুম করত, খাদিজা রা. সান্ত্বনা দিয়ে নবিজির সে বেদনা প্রশমিত করতেন। 'ইসতিআব' গ্রন্থে রয়েছে, নবিজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে কাফেররা মিথ্যাবাদী বলত, তার বক্তব্য খণ্ডন করত, এতে যত কষ্ট পেতেন সবটুকু দূর হয়ে যেত খাদিজা রা.-এর কাছে ফিরে এলে। কেননা তিনি নবিজির কথাগুলো সত্যায়ন করতেন। মুশরিকদের ব্যাপারগুলোকে নবিজির সামনে খুব তুচ্ছ করে দেখাতেন। নবিজি ও ইসলাম তার মাধ্যমে যেভাবে শক্তি পেত—তার বর্ণনা দেখতে পাওয়া যায় সিরাতের পাতায় পাতায়। 'সিরাতে ইবনে হিশামে' রয়েছে, ইসলামের ব্যাপারে খাদিজা রা. ছিলেন নবিজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের একনিষ্ঠ পরামর্শক।

উম্মুল মুমিনিন সাওদা রা.-এর ইসলামগ্রহণ

হজরত সাওদা রা. ও তার স্বামী সাকরান বিন আমর ইসলামের সূচনালগ্নেই ইসলাম গ্রহণ করেন। হাবশায় প্রথম হিজরত সংঘটিত হবার সময় সাওদা রা. স্বামীকে নিয়ে মক্কাতেই অবস্থান করেন। কিন্তু যখন মুশরিকদের জুলুম সীমাতীত হয়ে যায় এবং মুহাজিরদের একটি বড় দল হিজরতের জন্য প্রস্তুত হয়, তখন সাওদা রা.-ও তার স্বামীকে নিয়ে তাতে যুক্ত হন। কয়েক বছর হাবশায় থেকে তারা আবার মক্কায় ফিরে আসেন। এর কিছুদিন পর সাকরান বিন আমর রা. ইন্তেকাল করেন।

উম্মুল মুমিনিনদের মাঝে শুধু সাওদা রা. এ সৌভাগ্যের অধিকারী ছিলেন যে, খাদিজাতুল কুবরা রা.-এর ইন্তেকালের পর সর্বপ্রথম তার সাথেই নবিজির বিয়ে হয়।

কিছু বর্ণনা থেকে প্রতীয়মান হয়, সাওদা রা. তার পূর্বের স্বামীর সংসারে থাকাকালীন একটি স্বপ্ন দেখেছিলেন। স্বপ্নের ব্যাখ্যা তার স্বামীকে জিজ্ঞেস করলে তিনি বলেছিলেন, 'সম্ভবত আমার মৃত্যুর সময় ঘনিয়ে এসেছে আর তোমার বিয়ে হতে পারে নবিজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সাথে।' সুতরাং তার এ ব্যাখ্যা সত্য প্রমাণিত হয়।

উম্মুল মুমিনিন উম্মে সালামা রা.-এর ইসলামগ্রহণ

হজরত উম্মে সালামা রা. নবুওয়াতের শুরুর দিকে তার স্বামী আবু সালামার সাথে ইসলাম গ্রহণ করেন। এরপর তার সাথেই হাবশায় হিজরত করেন। হাবশায় কিছুদিন থেকে আবার মক্কায় ফিরে আসেন এবং এরপর মদিনায় হিজরত করেন।

তার মদিনায় হিজরতের ঘটনাটি খুব মর্মান্তিক। হজরত উম্মে সালামা তার স্বামী-সন্তান নিয়ে হিজরত করতে চেয়েছিলেন। কিন্তু এতে বাধ সাধে উম্মে সালামার গোত্র। তারা তাকে ও তার সন্তানকে আটকে রাখে। আবু সালামা তাদেরকে রেখেই মদিনায় চলে যেতে বাধ্য হন। ওদিকে আবু সালামার গোত্র এসে উম্মে সালামার কোল থেকে তার সন্তান সালামাকে ছিনিয়ে নিয়ে যায়। ফলে উম্মে সালামার কষ্ট বেড়ে দ্বিগুণ হয়। এরপর তিনি প্রতিদিন বাতহা উপত্যকায় দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে সন্তানের জন্য কাঁদতেন। সাত-আট দিন পর্যন্ত এমনটা ঘটতে থাকে। আবু সালামার খান্দান এদিকে ভ্রুক্ষেপও করেনি। একদিন আবু সালামার খান্দানের জনৈক ব্যক্তি বাতহা উপত্যকা অতিক্রমকালে উম্মে সালামাকে দেখে আবেগাপ্লুত হয়ে পড়ে। সে ফিরে গিয়ে অন্যদের বলে, 'এই অসহায় মেয়েটির ওপর কেন জুলুম করছ? তাকে যেতে দাও, তার বাচ্চা ফিরিয়ে দাও।' এরপর তারা সালামাকে মায়ের কোলে ফিরিয়ে দেয়। উম্মে সালামা তার সন্তানকে নিয়ে তখনই মদিনার পথে রওনা হন।